UNIVERSITY DEPARTMENT OF BENGALI

BINOD BIHARI MAHTO KOYALANCHAL UNIVERSITY DHANBAD

SYNOPSIS

OF

THE PROPOSED RESEARCH WORK FOR Ph.D. DEGREE

TITLE:

বাংলা ও কুড়মালী লোকসাহিত্য : তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন

(BANGLA O KURDMALI LOKSAHITYA :TULANAMULAK PRAKARAN O ADHYAYAN)

RESEARCH SCHOLAR

SUSAMA MAHATO

SUPERVISOR

Dr.RATNA KUMAR

ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF BENGALI,

R.S MORE COLLEGE, GOVINDPUR, DHANBAD

বাংলা ও কুড়মালী লোকসাহিত্য: তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন

(BANGLA O KURDMALI LOKSAHITYA: TULANAMULAK PRAKARAN O ADHYAYAN)

Signature of the

SUPERVISOR

Signature of the

RESEARCH SCHOLAR

সূচীপত্র (CONTENT)

ভূমিকা	১-৬
প্রথম অধ্যায় - বাংলা ও কুড়মালী লোকসাহিত্য	৭-৮
দ্বিতীয় অধ্যায় - বাংলা লোকগীতি ও কুড়মালী লোকগীতি :	
তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন	৯-১১
তৃতীয় অধ্যায় - বাংলা ছড়া ও কুড়মালী ছড়া : তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন	১২-১৪
চতুর্থ অধ্যায় - বাংলা লোক গাথা ও কুড়মালী লোক গাথা	
তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন	১৫-১৭
পঞ্চম অধ্যায় - বাংলা লোককথা ও কুড়মালী লোককথা :	
তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন	১৮-১৯
ষষ্ঠ অধ্যায় - বাংলা ধাঁধা ও কুড়মালী ধাঁধা :	
তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন	২০-২২
সপ্তম অধ্যায় - বাংলা প্রবাদ প্রবচন ও কুড়মালী প্রবাদ প্রবচন :	
তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন	২৩-২৪
উপসংহার	২৫
গ্রন্থপঞ্জী	২৬-২৭

গবেষণার বিষয় (Subject of Research)

বাংলা ও কুড়মালী লোকসাহিত্য : তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন

(BANGLA O KURDMALI LOKSAHITYA : TULANAMULAK PRAKARAN **O** ADHYAYAN)

গবেষণার সংক্ষিপ্ত ধারণা (ABOUT SYNOPSIS)

১. ভূমিকা (Introduction) :

লোকসাহিত্য মূলত পল্লিসমাজ ও পল্লিসংস্কৃতির ঐতিহ্যের লালন। এর মূলে আছে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ। এর মধ্যে আমরা আঞ্চলিক ভাষার প্রাধান্য দেখতে পাই ও বেশিরভাগ নিরক্ষর মানুষই এর সৃষ্টিকর্তা। লোকসাহিত্যে আবেগ প্রাধান্য পেলেও দ্রুত পরিবর্তনশীল নয়। লোকসাহিত্য বলতে আমরা যা জানি তা হল জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত ধাঁধা, কাহিনি, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদি। বাংলার লোকসাহিত্যকে প্রধানত ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-১) লোকগীতি ২) ছড়া ৩) লোকগাথা ৪) লোককথা ৫) ধাঁধা ও ৬) প্রবাদ।

বাংলা লোকসাহিত্যের মতো কুড়মালী লোকসাহিত্যকে ও ৬ টি ভাগে বিভাজন করে তাদের তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন বিশ্লেষণ করে দেখাতে চাই এই গবেষণায়।

২. বিষয় নিরূপণ (Statement of the subject) :

বাংলা ও কুড়মালী লোকসাহিত্যের তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন করার পর তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখানোই আমার বিষয়বস্তু। তার জন্য গ্রামের বৃদ্ধ ব্যাক্তি, বিভিন্ন লৌকিক উৎসব ও লোকসাহিত্যিকদের গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হবে। লোকসাহিত্যের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসে লোকগীতির কথা। লোকগীতি হল অতি প্রাচীন। লোক সাহিত্যে লোকগীতের পরেই ছড়ার কথা উল্লেখ করতে হয়। লোকগীতির মধ্যে যে ভাব অসম্পূর্ণ তা ছড়ায় পরিনত রূপ লাভ করে। তার পরে যেটি আসে তা হলো লোকগাথা। লোকগাথার দ্বারাও লোকসাহিত্য বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ। তার পর যেটি আসে তা হলো কথা। কথা গুলি বেশিরভাগ হয় কাল্পনিক। তারপর আসে ধাঁধা, এর মাধ্যমে জ্ঞানের প্রসার ঘটে। সর্বশেষে যা আসে তা হলো প্রবাদ প্রবচন।

৩. বিষয় অনুসন্ধান (Subject to be investigated):

বাংলা ও কুড়মালী লোকসাহিত্যের মধ্যে যে সাদৃশ্য- বৈসাদৃশ্য আছে তা অনুসন্ধান করতে হবে। আমরা- লোকগীতি, ছড়া, লোকগাথা, লোককথা, ধাঁধা, ও প্রবাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এই তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়নের অনুসন্ধান করব। ভাগ গুলির মধ্যে প্রত্যেকটি ভাগের প্রকরণ ও অধ্যয়ন বাংলা ও কুড়মালীতে বিশ্লেষণ করে দেখানো হবে এই গবেষণায়।

৪. গবেষণার লক্ষ্য (Object of the Research):

লোকসাহিত্য গ্রাম কেন্দ্রিক হলেও সমষ্টির চর্চায় তা পুষ্টি ও পরিপক্কতা লাভ করে। গ্রামীণ সংস্কৃতি রক্ষণে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে, ফিরে তাকাতে হবে আমাদের ঐতিহ্যময় গ্রাম বাংলার দিকে। তাই বাংলা ও কুড়মালী এই দুই সাহিত্যের তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন অনুসন্ধান করে তার বিশ্লেষণ করাই হবে এই গষেণার লক্ষ্য।

৫. পূর্ব অনুমান (Hypothesis):

গবেষণা অভিসন্দর্ভে লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ৬ টি ভাগ সম্বন্ধে বাংলা ও কুড়মালীতে বর্ননা ও বিশ্লেষণ করে দেখানো হবে এই গবেষণায়। এই গবেষণায় আমাদের অনুমান, লোকসাহিত্যকে যেমন প্রাচীন বলে দাবি করা যায় না, তেমনি একান্ত আধুনিক বলেও দাবি করা যায় না। তাই এই বিষয়টি প্রাচীন হয়েও নতুন।

৬. গবেষণার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি (Research Design and Methodology):

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে প্রথমে বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে (Descriptive method) বাংলা ও কুড়মালী লোকসাহিত্যের তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন তুলে ধরা হবে। পরবর্তী স্তরে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির (Analytical method) মাধ্যমে বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করা হবে।গবেষণা নিবন্ধে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে 'অকাদেমি বানান অভিধান' এবং ইংরেজি বানানের ক্ষেত্রে 'Oxford Advanced Learners Dictionary Of

current English' এর নির্দেশ মান্য করা হবে। সমস্ত উদ্ধৃতির ক্ষেত্রেই মূল বানান অপরিবর্তিত রাখা হবে। তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী রচনার কাজে MLA Handbook For Writers Of Research Papers এর নির্দেশ মান্য করা হবে।

গবেষণার অধ্যায় বিভাজন ও পরিকল্পনা পরবর্তী অংশে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

৭. তথ্যানুসন্ধান ও ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রানুষঙ্গ (Tools to be used in the collection of Data and Analysis):

১) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ (Data collection and analysis)

২) গ্রন্থ ক্রয় (Purchased Books)

৩) সাক্ষাৎকার (Interview)

৪) ক্ষেত্রসমীক্ষা (Field survey)

৫) আন্তর্জালিকার ব্যবহার (Use the internet through computer /smart phone and MS word)

৮. সম্ভাব্য গবেষণার গুরুত্ব (Significance of the Proposed Work):

ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে অতীতকে জানা ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। আগামী প্রজন্ম যারা বাংলা ও কুড়মালী লোকসাহিত্যে ব্রতী হবে, তাদের প্রয়োজন এই সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, এবং এই বিষয়টিকে আরও জ্ঞাত করা।

৯. বর্তমান জ্ঞানভান্ডারের উপযোগিতা (Contribution of the existing knowledge)

গবেষণা পরিকল্পনা গ্রহণের প্রথমেই থাকে জিজ্ঞাসা, আর জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার চেষ্টায় জন্ম নেয় গবেষণা। লোকসাহিত্য পড়ার ও বোঝার ক্ষেত্রে যাঁদের গ্রন্থ থেকে সাহায্য লাভ করেছি, তাঁদের সকলের নাম এখানে

উল্লেখ করা সম্ভব নয়, যদিও তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য। তাঁর লেখা 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থটি আমার গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী । এই গ্রন্থে অধ্যাপক ভট্টাচার্য লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ যেমন লোকগীতি, ছড়া, লোকগাথা, লোককথা, ধাঁধা, ও প্রবাদ সম্পর্কে আলোচনা করে উদাহরণসহ বিশ্লেষন করে দেখিয়েছেন। এটি যেহেতু পল্লি বা গ্রামকে কেন্দ্র করে তাই গ্রামীন সমাজে জন্মগ্রহণ সূত্র থেকে দেখে আসছি, গ্রামীন সমাজের লোকেরা লোকসংস্কৃতির প্রতি খুবই আগ্রহী। পল্লির লোকেদের প্রধান পেশা কৃষি, সেটি সম্পর্কেও এখানে তুলে ধরা হবে।

১০. গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ (Research limitation and future work):

বাংলা ও কুড়মালী লোকসাহিত্য: তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন করতে গিয়ে লক্ষ্য করি, বেশিরভাগ তথ্যই অলিখিত। প্রত্যেক বিষয়ের মতোই এই বিষয়টি সম্বন্ধেও ভবিষ্যতবানী করা কঠিন। বাংলা ও কুড়মালীতে যে লোকসাহিত্যের ভবিষ্যৎ নেই এমন কথা বলতে পারা যায় না, এর ভবিষ্যৎ আছে।

কেবল আধুনিক সংগ্রহের উপর ভিত্তি করেই চলতে পারে না। পূর্ববর্তী সংগ্রহ গুলির আলোকে আধুনিক রূপকে বিচার করলেই এর যথার্থ পরিচয় লাভ করা সম্ভব হবে। এই গবেষণাটি শুধুমাত্র গ্রন্থ নির্ভর নয়, মৌখিক সাক্ষাৎকারের ও বিভিন্ন লোক উৎসবের উপর নির্ভর। গবেষণাপত্রে মূলত বাংলা ও কুড়মালি লোকসাহিত্য: তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন এর বর্নণা করে বিশ্লেষণ করে দেখানো হবে। হয়তো এই গবেষণার মাধ্যমে অন্য গবেষকের মনে কোনো কৌতূহলের বা কোনো প্রশ্নের উদ্ভাবন হবে, এবং সেই কৌতূহল নিবারনের জন্য প্রয়োজন হবে এই গবেষণার।

১১. সাহিত্য পর্যালোচনা (Literary review)

বাংলা ও কুড়মালী লোকসাহিত্য: তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন এই বিষয়টি সম্পর্কে এখনো কোন গবেষণা প্রকাশিত হয়নি। সেই অভাব সাধ্যমত দূর করার মানসে এই নিবন্ধ রচনায় ব্রতী হয়েছি। তার জন্য আমার

বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার সাহায্য নেবো।এছাড়া বিভিন্ন লৌকিক উৎসব ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের কাছে যাবো তথ্য সংগ্রহ করার জন্য।

সম্ভাব্য অধ্যায় বিভাজন (Tentative Chapterization)

- ১। প্রথম অধ্যায় (First Chapter) - বাংলা ও কুড়মালী লোকসাহিত্য: (BANGLA O KURDMALI LOKSAHITYA):
- ২। দ্বিতীয় অধ্যায় (Second chapter) - বাংলা লোকগীতি ও কুড়মালী লোকগীতি: তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন (BANGLA LOKGITI O KURDMALI LOKGITI: TULANAMULAK PRAKARAN O ADHYAYAN)
- ৩। তৃতীয় অধ্যায় (Third Chapter)- বাংলা ছড়া ও কুড়মালী ছড়া: তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন (BANGLA CHARA O KURDMALI CHARA: TULANAMULAK PRAKARAN O ADHYAYAN)
- ৪। চতুর্থ অধ্যায় (Forth chapter)- বাংলা লোক গাথা ও কুড়মালী লোক গাথা: তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন (BANGLA LOK GATHA O KURDMALI LOK GATHA: TULANAMULAK PRAKARAN O ADHYAYAN)
- ৫। পঞ্চম অধ্যায় (Fifth Chapter)- বাংলা লোক কথা ও কুড়মালী লোক কথা : তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন (BANGLA LOK KOTHA O KURDMALI LOK

  KOTHA: TULANAMULAK PRAKARAN O ADHYAYAN)
- ৬। ষষ্ঠ অধ্যায় (Sixth Chapter)- বাংলা ধাঁধা ও কুড়মালী ধাঁধা: তুলনামূলক

  প্রকরণ ও অধ্যয়ন (BANGLA DHANDHA O KURDMALI DHANDHA: TULANAMULAK PRAKARAN O ADHYAYAN)

- ৭। সপ্তম অধ্যায় (Seventh chapter)- বাংলা প্রবাদ প্রবচন ও কুড়মালী প্রবাদ প্রবচন: তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন (BANGLA PRABAD PRAVACHAN O KURDMALI PRABAD PRAVACHAN TULANAMULAK PRAKARAN O ADHYAYAN)
- উপসংহার (Conclusion)
- গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

ক) আকর গ্রন্থ (Primary source):

খ) সহায়ক গ্রন্থ (Secondary source):

গ) পত্রপত্রিকা (Journals):

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ও কুড়মালী লোকসাহিত্য:

(Bangla O Kurdmali Loksahitya)

বাংলা ভাষা: উৎপত্তি:-

আমরা জানি যে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে। অর্থাৎ বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয়র একটি ভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর দুটি শাখা রয়েছে (কেন্তুম ও শতম)। বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে শতম শাখা থেকে। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, দশম শতাব্দীতে মাগধী প্রাকৃত বা এর পরিবর্তিত রূপ মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশ, ভারতের (প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ), ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ, উড়িষ্যা, বিহার, মেঘালয়, ঝাড়খন্ড এর কিছু অংশ, এবং দক্ষিণ আসামের বরাক উপত্যকা, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, তাছাড়া প্রতিবেশী নেপালের কিছু অংশ প্রভৃতি জায়গাগুলিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার দেখা যায়।

লোকসংখ্যা :- প্রায় ৩০ কোটি মানুষ বাংলা ভাষাতে কথা বলেন।

কুড়মালী ভাষা: উৎপত্তি:-

অনাদি নাথ মাহাত 'কুড়মালী ভাষার উৎস ও বিকাশের ইতিহাস' গ্রন্থটিতে বলেছেন, কুড়মালী ভাষার উৎপত্তি হয়েছে 'দ্রাবিড়' ভাষাগোষ্ঠী থেকে। কুড়মালী ভাষা হল 'কুড়মী' জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা। 'সাঁওতাল'দের ভাষা যেমন 'সাঁওতালী', 'মুন্ডা'দের 'মুন্ডারী', 'হো'দের 'হো', প্রভৃতি হল যেমন ঐ সব বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীজনের আদিম মাতৃভাষা তেমনই 'কুড়মী' গোষ্ঠীজনের মাতৃভাষা হল 'কুড়মালী'। 'কুড়মী' জনগোষ্ঠীই হল কৃষি সভ্যতা সংস্কৃতির মূল উদ্ভাবক, ধারক ও বাহক সে কথা সর্বসম্মত। পন্ডিতদের মতে, কুড়মালী ভাষা পূর্বী মগহীর-ই একটি রূপ। কুড়মালী ভাষা মানভূম অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট ভাষা। এছাড়াও ছোটনাগপুরের অর্ধেক, খড়্গপুর,

বর্তমানে বৃহৎ ঝাড়খন্ডে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে, জাজপুর, সুন্দরগড় জেলা, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ইত্যাদি জায়গায় কুড়মালী ভাষার প্রচলন আছে।

লোকসাহিত্য:-

লোকসাহিত্য হল গ্রাম বাংলার সহজ-সরল সাধারণ মানুষের সৃজন ও লালনে গড়ে ওঠা মৌখিক সাহিত্য। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এর সম্প্রচার ঘটেছে শ্রুতি পরম্পরায় ও মুখে মুখে। আমাদের বাংলাদেশে লোকসাহিত্যের অভাব নেই। কেননা বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। তাই বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে লোকমুখে প্রচলিত বিভিন্ন কথা, ছড়া, ধাঁধা, গান, প্রবাদ প্রভৃতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। লোকসাহিত্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৬ টি ভাগ হলো- যথা-১) লোকগীতি ২) ছড়া ৩) লোকগাথা ৪) লোক কথা ৫) ধাঁধা ও ৬) প্রবাদ।

তেমনি কুড়মালী লোকসাহিত্যকেও উপরোক্ত ৬ টি শ্রেণিতে বিভাজন করে তাদের তুলনামূলক অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করে দেখাতে চাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা লোকগীতি ও কুড়মালী লোকগীতি: তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন

(Bangla Lokgiti O Kurdmali Lokgiti: Tulanamulak Prakaran O Adhyayan)

বাংলা লোকগীতি :-

লোকগীতি হলো লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। লোকগীতি কোনো ব্যাক্তি বিশেষের নয়, এটা হলো সমস্ত মানুষের। লোকগীতি হল সুর ও কথার মিশ্রণ। লোকগীতির প্রসার কোনো বিশেষ অঞ্চলে স্থায়ী নয়। লোকগীতির প্রচার অনেক জায়গায় থাকলেও মানভূম, ধলভূম, সিংভূম, ঝাড়খন্ড, বাঁকুড়া, বীরভূম, এই জেলা গুলিতে লোকগীতির প্রচার বেশি দেখা যায়। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, যা "একটিমাত্র ভাব অবলম্বন করে গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত এবং লোক-সমাজ কর্তৃক মৌখিকভাবে প্রচারিত হয়,তাকেই লোকগীতি বলা হয়। ” ১ গানের ভাষা পুরোটাই হয় আঞ্চলিক। লোকগীতি খুব কম সময়ের মধ্যেই রচিত হয়। লোকগীতির মধ্যে ঝুমুর হলো অন্যতম, তারপর যেটি জায়গা পেয়েছে তা হলো টুসু। আমরা অনেক ধরনের গীতির উল্লেখ পাই, যথা কৃষিগীতি, ক্রীড়াগীতি, নৃত্যগীতি, পূজাগীতি ও অনুষ্ঠানগীতি।

বাংলা লোকগীতির উদাহরণ :-

"বল মা আমার মন কেমন করে,

যেমন শোল মাছে উফাল মারে।

এত বড় পৌষ পরবে রাখলি মা পরের ঘরে,

তুই যে মাগো বল্যেছিলিস আনব্য বিটি মকরে।"২

টুসু হলো রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীদের উৎসব। উপরের এই টুসু গানটির মাধ্যমে মা ও মেয়ের দুঃখের একটা

ভাব প্রকাশিত হয়েছে। একজন মেয়ের এই টুসু পরবে শ্বশুরবাড়িতে থাকার যে যন্ত্রণা সেটা সে তার মায়ের কাছে গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছে।

কুড়মালী লোকগীতি :- বাংলার মতো কুড়মালীতেও প্রচুর লোকসঙ্গীত রয়েছে। গান গুলো হয় খুবই মিষ্টি। গান এবং নাচ ছাড়া কোনো অনুষ্ঠানেই সম্পূর্ণ হয় না। রাগের মধ্য দিয়েও গানের বিচ্ছিন্নতা এবং বিশেষত্ব বোঝা যায়। কুড়মালী গানগুলো বেশিরভাগ হয় প্রশ্নোত্তর আকারে। আয়াত বিধি বিধান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

কুড়মালী লোকগীতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, তার মধ্যে হল-সংস্কারগান, দেব দেবীর গান, শ্রমগীত, ক্রীড়াগীত, বর্নগান, পরিচালনার গান ইত্যাদি। কুড়মালীর প্রধান লোকগীতি গুলো হলো বিহা, দামকাচ, সারহুল, নাটুয়া, জাভা- করম, এধেইয়া, ডাবকা, বন্দনা, কুওয়ারি, ঝুপান ইত্যাদি।

কুড়মালী লোকগীতির উদাহরণ:-

"পুরুল্যালে দেখি আওল ডালায় ডালায় দুধবালা,

হামর টুসুক নাইগো ছওয়া কাকে দেবেই দুধবালা।"৩

উপরে উল্লিখিত গানটি হলো টুসু গান। টুসু হলো রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসীদের উৎসব, যা পৌষ সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হয়। উপরে উল্লিখিত গানটির মাধ্যমে টুসুর বাচ্চা না থাকার শোকের কথা উল্লিখিত হয়েছে। ছেলের জন্য হাতের বালা কিনে দেওয়ার প্রচুর সাধ ছিল কিন্তু তার বাচ্চা নেই।

"জাহু জাহু করম গুঁসাই জাহু ছঅ মাস।

আউঅত ভাদরঅ মাস আনব ঘুরাই।। "৪

উপরে উল্লিখিত গানটি হলো করম গীত। যা ভাদ্র মাসের পার্শ্ব একাদশীতে অনুষ্ঠিত হয়। গানটির মাধ্যমে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, এবছরের মতো করম গুঁসাই বিদায় নিলেও, পরের বছর ভাদ্র মাসের সেই দিনটিতে আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনবে।

তথ্যসূত্র :-

১) ভট্টাচার্য আশুতোষ-বাংলার লোকসাহিত্য (প্রথম খন্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২, ১৯৬২, পৃষ্ঠা নং-২০৬

২) শান্তিকারী অরূপ- মানভূমের লোকসংস্কৃতি লোকসাহিত্য, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরন দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭৩, ২০১৮, পৃষ্ঠা ৭৩

৩) সৌজন্য:-গৌরী মাহাত, জয়পুর, পুরুলিয়া, তারিখ- ২/১০/২০২১

৪) মাহাত অনাদি নাথ 'কইড়অআর' কুড়মালী ভাষার উৎস ও বিকাশের ইতিহাস, মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি, রামকৃষ্ণপুর, কালুহার, পুরুলিয়া, ২০১৩, পৃষ্ঠা -১৫১

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ছড়া ও কুড়মালী দড়া: তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন

(Bangla Chara O kurdmali Chara: Tulanamulak Prakaran O Adhyayan)

বাংলা ছড়া:-

লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম অঙ্গ হল ছড়া। লোকসাহিত্য যদি জানতে হয় তাহলে আমাদের ছড়া জানা দরকার। এই ছড়ার মাধ্যমে লোক জীবনের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ বেদনার সুর আমরা দেখতে পাই। আমাদের মানভূমের গ্রামগুলোতে বাড়িতে বাড়িতে শোনা যায় বিভিন্ন বিষয়ে খুব সুন্দর সুন্দর ছড়া। ছড়া বেশিরভাগ সমাজ ও সংস্কৃতির উপরই নির্ভর করে। যেমন-ছেলে ঘুমানোর জন্য, খেলার জন্য, বিভিন্ন পরবে, বিবাহ অনুষ্ঠানে ও লৌকিক উৎসব গুলিতেও। ছড়া গাওয়া হয় একটা খুব সুন্দর সুর দিয়ে। অনেক ডাকপুরুষের কথাও ছড়ার মাধ্যমে গাওয়া হয়। ছড়াগুলো হয় সমাজের সৃষ্টি। ড: আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে ছড়া দুই প্রকার। যথা-১) লৌকিক ও ২) সাহিত্যিক।

লৌকিক ছড়াকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-১) আনুষ্ঠানিক ২) শিক্ষামূলক ও ৩) শিশু বিষয়ক

বাংলা ছড়ার উদাহরণ:-

আশ মুড়ি পাশ মুড়ি

এতদূরে যেতে নারি,

এখান থেকে মা ষষ্ঠীকে নমো করি। (প্রচলিত)

উপরের ছড়াটি হলো এক ধরনের শিশু বিষয়ক ছড়া। শিশুকে তেল মাখানোর সময় এই ছড়াটি গাওয়া হয় ও শিশুকে নানাভাবে দোলানো হয়, যাতে শিশুটির একটা ব্যায়ামের কাজ হয়।

"কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।

এতদিনে জানিলাম মা বড়ো ধন। ১

উপরে উল্লিখিত এই ছড়াটি হল একধরনের শিশু সম্পর্কিত ছড়া। শিশু সম্পর্কিত ছড়ায় মা, মাসি ও মামারই অধিক উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। বাবা, ভাই ও ভগিনীর উল্লেখ সেই তুলনায় অত্যন্ত বিরল। তাই উল্লিখিত ছড়াটির মাধ্যমে আমরা এটাই বুঝতে পারি যে, মা হচ্ছেন সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে।

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।"২

উপরে উল্লিখিত ছড়াটি হল এক ধরনের শিশু বিষয়ক ছড়া। এই ছড়াটিতে বুলবুলি পাখির উপর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছে। আমরা জানি যে, বুলবুলি পাখির খাদ্য শস্য নয়। এরা পাকা ফলের রস, ফুলের মধু, ছোট উড়ন্ত পোকা মাকড় খেয়ে জীবনধারণ করে।

<u>কুড়মালী ছড়া:-</u>

ছড়া হল গ্রাম্য কবিতা। আমরা দেখি যে, মানভূমের গ্রামগুলোতে মায়েরা শিশুদের নানান রকম ছড়া শোনায়। প্রত্যেক মায়ের এটাই ধারণা যে 'ষষ্ঠীদেবীর' কৃপাতেই তার সন্তানের জন্ম হয়েছে। শিশু কোন ছোটখাটো আঘাত পেলেই মা 'ষষ্ঠীদেবীকে' ডাকেন। পৌষ মাসের বনভোজন বা পৌষালুতেও বনবুড়ি পোড়ানোর সময় ছড়া বলে। শুকনো গাছের পাতায় আগুন লাগিয়ে ছড়া বলে।

কুড়মালী ছড়াগুলিকেও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-শিশু বিষয়ক (কান্না নিবারক, ঘুমপাড়ানো ও খেলাবিষয়ক), নারী বিষয়ক ও পশু পক্ষী বিষয়ক ইত্যাদি।

কুড়মালী ছড়ার উদাহরণ:-

"এ ছওয়া কাঁদিস না রে

বেলুন কিনি দেবো,

আর একটুকু বড় হেলে

বহু আনি দেবো।"৩

উপরের ছড়াটি হল এক ধরনের কান্না নিবারক ছড়া। ছড়াটির মাধ্যমে বলা হয়েছে, একজন বাচ্চা যখন সে কাঁদছে তখন তাকে চুপ থাকার জন্য বেলুন কিনে দেওয়ার লোভ দেখানো হয়েছে ও বড় হলে তাকে বিয়ে দিয়ে বাড়িতে বউ এনে দেওয়ার কথা বলে ভোলানো হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১) ভট্টাচার্য শ্রীআশুতোষ বাংলার লোকসাহিত্য (১ম খন্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২, ১৯৬২, পৃষ্ঠা-১৭৮।

২) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ২, পৃষ্ঠা নং -৩৬৯।

৩) সৌজন্য:-ঊষা মাহাতো, জয়পুর, পুরুলিয়া, তারিখ-১০/৮/২০২১।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা লোকগাথা ও কুড়মালী লোকগাথা: তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন

(Bangla Lok Gatha O kurdmali Lok Gatha: Tulanamulak Prakaran O Adhyayan)

বাংলা লোকগাথা :-

লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ হলো লোকগাথা। লোকগাথা হলো সেই মনের ভাব যেখানে গীতের ভেতরে কাহিনী লুকিয়ে থাকে। লোকগাথার প্রসার হয় মৌখিকভাবে। গ্রামের বয়স্ক মহিলাদের মুখে অনেক সুন্দর সুন্দর লোকগাথা শুনতে পাওয়া যায়। লোকগাথা কবিতার আকারেও তুলে ধরা হয়।

বাংলা লোকগাথার উদাহরণ:-

"লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।

গলায় কলসি বান্ধ্যা জলে ডুব্যা মর।।

কোথায় পাইবাম কলসি কন্যা, কোথায় পাইবাম দড়ি।

তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি।। " ১

উপরে উল্লিখিত লোকগাথাটির মাধ্যমে নদের চাঁদ ও মহুয়ার প্রেম কাহিনির কথা তারা গানের মাধ্যমে তুলে ধরেছে।

কুড়মালী লোকগাথা :-

বাংলা লোকগাথার মতো কুড়মালী লোকগাথাও আছে প্রচুর পরিমানে। কুড়মালী লোকগাথা বেশিরভাগ গ্রামের দিকেই শুনতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যার সময় বাড়ির বৃদ্ধারা নিজের পরিবারের ছেলে মেয়েদের অনেক লোকগাথা গেয়ে শোনায় সময় কাটানোর জন্য।

কুড়মালী লোকগাথা গুলিকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, তার মধ্যে হলো ঐতিহাসিক লোকগাথা, ধার্মিক লোকগাথা ও সংস্কারমূলক লোকগাথা।

কুড়মালী লোকগাথার উদাহরণ :-

"সাত ভাই বনিজ গেল,

সাত ভজিই দুঃখ দেল,

দাদারে ছোটো বহিন কান্দয় ডুমর গাছে। "২

উপরে উল্লিখিত লোকগাথাটি হলো খুবই শোকের। একজন বোন তার নিজের দুঃখ, কষ্টের কথা, দাদাদের বলে বোঝাচ্ছে গানের মাধ্যমে।

"রাঁধিয়ে চাখিয়ে শাসু ভেলো সমতুল গো।

আইয়ে যে গেলো শাসু জনমেকর নিন্দ গো।। "৩

উপরের উল্লিখিত লোকগাথাটি হলো শাশুড়ি ও বউমার কথোপকথনকে ঘিরে। তাদের বাড়ির সামনে একটা বিষধর সাপ ছিল। সেটা ধরে এনে বউমাকে রাঁধতে বলেন। রান্না হয়ে যাওয়ার কথা বউমা যখন জানায়, তখন শাশুড়িমা সেটাকে খেয়ে দেখতে বলেন। খাওয়ার পর বউমা বলেন, মা এটা খেয়ে আমার সারা জীবনের নিদ্রা এসে গেল। তখনকার দিনে শাশুড়িমারা যে এভাবে কষ্ট দিতেন ও মেরে ফেলতেন, সে কথায় এই লোকগাথাটির মাধ্যমে বলে বোঝানো হয়েছে।

তথ্যসূত্র:-

১) মুখোপাধ্যায় সুখময় সম্পাদিত-ময়মনসিংহ গীতিকা, ভারতী বুক স্টল, ৬বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, পঞ্চম সংস্করণ-মার্চ ২০০৫, পৃষ্ঠা নং-৮

২) সৌজন্য: তিলোত্তমা মাহাত জয়পুর, পুরুলিয়া, তারিখ ৯/৯/২০২১

৩) সৌজন্য :- শিখারানী মাহাত, জয়পুর, পুরুলিয়া, তারিখ -৬/১০/২০২১

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা লোককথা ও কুড়মালী লোককথা : তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন

(Bangla Lokkotha O Kurdmali Lokkotha: Tulanamulak Prakaran O Adhyayan)

বাংলা লোককথা:-

লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ হলো লোককথা। যে সকল কথা বা কাহিনি অনেক যুগ ধরে লোকের মুখে প্রচলিত আছে সেগুলিকে লোককথা বলে। লোককথার গল্পগুলি হয় কাল্পনিক, তাই এদের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকে না। লোককথার মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের বিষয় গুলি বিশেষ গুরুত্ব পায়। লোককথার গল্প বয়স্ক ব্যাক্তিরা বলেন এবং শিশুরা তা শোনেন। শিশুদের বুদ্ধিকে বিকশিত করার জন্য নানারকম লোককথা শোনানো হয়।

লোককথা গুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন হাসির গল্প, নীতিকথা, পশুকথা, লোকপুরাণ, ব্রতকথা, রূপকথা ইত্যাদি।

বাংলা লোককথার উদাহরণ:

"ধূর্ত শিয়াল ও হরিণের গল্প।" ১

উপরে উল্লিখিত লোককথাটি আমরা সকলেই জানি, লোককথাটি হলো একধরনের নীতিকথা। এই লোককথাটির মাধ্যমে দেখতে পাই যে, অচেনা কারও সাথে হঠাৎ করে বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব করা উচিৎ নয়।এই লোককথাটির মাধ্যমে এটাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে হরিণ ও শিয়ালের চরিত্র।

কুড়মালী লোককথা :-

লোককথার বিশাল ভান্ডার পাওয়া যায় কুড়মালীতে। সাধারণত লোককথাগুলির মূল উদ্দেশ্য বিনোদন ছিল। কুড়মালী লোককথাগুলিতে অসাধারণ বিষয় বৈচিত্র্য রয়েছে। অনেকেই দীর্ঘ শীতের রাত কাটাতেও গল্প বলে।

কুড়মালী লোককথা গুলিকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ধর্মীয় লোককথা, নির্দেশমূলক লোককথা, বিনোদন কেন্দ্রিক লোককথা ও শিক্ষামূলক লোককথা।

কুড়মালী লোককথার উদাহরণ :-

"পইতু বুড়হা।" ২

উপরে উল্লিখিত লোককথাটি একধরনের হাসির গল্প। এই গল্পটি দুই বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রী ও শিয়ালকে নিয়ে রচিত।

"গমদা"। ৩

উপরে উল্লিখিত লোককথাটিতে গমদা বলে একজন ছেলে যখন সে ছোটো থাকে তখনই তার বাবা মারা যায়। তার মা তাকে অনেক কষ্ট করে বড়ো করে তোলে। তারপর প্রথমে সে লোকের বাড়িতে বাগালের কাজ করে। এরপর তাদের একদিন অনেক ভালো পরিস্থিতি হয় শুধু গমদার সাহসের জন্য।ও রাজার মেয়ের সাথে গমদার বিয়েও হয়।

তথ্যসূত্র:-

১) সৌজন্য: চিন্তা মাহাত, জয়পুর, পুরুলিয়া, ১৬/৭/২০২১

২) সিংহ এইচ.এন কুড়মালী লোককথায়ে, ঝাড়খন্ড ঝরোখা, রাঁচী, ২০১৩, পৃষ্ঠা-৩২

৩) সিং এইচ.এন- কুড়মালী লোকসাহিত্য, ঝাড়খন্ড সরকার, কল্যাণ বিভাগ, ঝাড়খন্ড জনজাতীয় কল্যাণ শোধ সংস্থান, রাঁচী-৮, প্রথম সংস্করন- এপ্রিল ২০১২

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা ধাঁধা ও কুড়মালী ধাঁধা: তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন

(Bangla Dhandha O Kudmali Dhandha: Tulanamulak Prakaran O Adhyayan)

বাংলা ধাঁধা :-

লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হলো ধাঁধা। লোকসাহিত্যে ধাঁধা অনেক প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। ধাঁধায় গ্রাম বা পল্লির জনগণের অর্জন করা জ্ঞানকে প্রশ্নের আকারে পরিবেশন করা হয় ও প্রশ্নের ভিতরেই লুকিয়ে থাকে উত্তরটি। একে মানভূমের লোকেরা 'ভাঙ্গান কহনি' বলে। এর মাধ্যমে বুদ্ধির পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, প্রশ্নটা হয় খুবই বড়ো এবং উত্তরটি হয় খুবই ছোটো। এটি জনসাধারণের মনে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে জানতে আগ্রহ দেয়। ধাঁধা বিবাহ বাসর, গ্রামের মজলিশ, ইত্যাদিতে আলোচনা করা হয়। এর মাধ্যমে শিশুদের চিন্তা ভাবনার বিকাশ ঘটে। তাই শিশুরা অজানাকে জানার জন্য ও অচেনাকে চেনার জন্য আগ্রহী হয়।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে ধাঁধার উপাদানগুলো হলো ১) বস্তু জগৎ ২) জীব জগৎ।

বাংলা ধাঁধার উদাহরণ:-

"আমি থাকি জলে,

তুমি থাকো ডালে,

একই সঙ্গে দেখা হবে মরন্ত কালো"১

উপরে উল্লিখিত ধাঁধাটির উত্তর হলো মাছ ও লঙ্কা। এই ধাঁধাটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে মাছ ও লঙ্কার কথোপকথন হয়েছে।

কুড়মালী ধাঁধা :-

কুড়মালী ভাষায় প্রচুর ধাঁধা রয়েছে। কৃষিকাজ শেষ করে গ্রামীন লোকেরা সন্ধ্যায় গ্রামের কোনো এক জায়গায় সমবেত হন। প্রবীণরা তাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা একে অপরের সাথে ভাগ করে নেয়। একই সময়ে শিশু এবং যুবকরা বিভিন্ন ধরনের ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে আনন্দ উপভোগ করে। ধাঁধা কেবলমাত্র মানুষের জ্ঞান এবং

বিনোদনকে বাড়িয়ে ভোলে না, তবে শিশুদের যুক্তি দক্ষতার পাশাপাশি সুস্ত মানসিক বিকাশের দিকে পরিচালিত করে। কুড়মালীতে অনেক ধরনের ধাঁধা থাকলেও এখানে বস্তু জগৎ ও জীব জগৎ সম্পর্কেই আলোচনা করা হবে।

কুড়মালী ধাঁধার উদাহরণ:-

"এক ডাইভার, চার খালাসি।

পেছুই, পেছুই, ঝাড়খন্ড পার্টি।"২

আলোচ্য ধাঁধাটির উত্তর হলো মৃত মানুষ। এখানে এক ডাইভার বলতে মৃত মানুষটিকে ও চার খালাসি বলতে যে চারজন ধরে নিয়ে যায় তাদের কথা, ও ঝাড়খন্ড পার্টি বলতে পিছনে যাওয়া মানুষদেরকে বোঝানো হয়েছে।

"কাঁচাই লব লব পাকলে সিঁদুর,

জেই কহে নি পারেই, তাকর বাপ ইদুর। ৩

উপরে উল্লিখিত ধাঁধাটির উত্তর হলো মাটির হাঁড়ি। এখানে 'কাঁচাই লব লব' বলতে বানানোর প্রথম অবস্থাকে ও 'পাকলে সিঁদুর' বলতে পোড়ানোর পরের অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। পরের লাইনটাতে, যে ধাঁধাটির উত্তর বলতে পারেনি তার বাবাকে ইঁদুর বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:-

১) সৌজন্য: অঙ্গনা মাহাত, জয়পুর, পুরুলিয়া, তারিখ-১২/৮/২০২১

২) সৌজন্য: মমতা মাহাত, জয়পুর, পুরুলিয়া, তারিখ ৫/৭/২০২১

৩) সিং এইচ.এন- কুড়মালী লোকসাহিত্য, ঝাড়খন্ড সরকার, জনজাতীয় কল্যাণ শোধ সংস্থান, রাঁচী-৮. প্রথম সংস্করণ ২৫৬ কল্যাণ বিভাগ, ঝাড়খন্ড এপ্রিল ২০১২, পৃষ্ঠা- ২৫৬

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা প্রবাদ প্রবচন ও কুড়মালী প্রবাদ প্রবচন: তুলনামূলক প্রকরণ ও অধ্যয়ন

(Bangla Prabad Pravachan O Kurdmali Prabad Pravachan : Tulanamulak Prakaran O Adhyayan)

বাংলা প্রবাদ প্রবচন :-

লোকসাহিত্যের অন্যতম পর্যায় হলো প্রবাদ। দোষ, গুণ, ভালো, মন্দ সবকিছুই প্রবাদে উঠে আসে। মানভূমে যেমন নাচ, গান, আছে তেমনই আছে প্রবাদ। ব্যাক্তির আচরন,অভ্যাস, ও সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে নানা প্রবাদ আছে। রাস্তা, ঘাটে সব জায়গাতেই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। প্রবাদ বয়স্ক মহিলাদের কাছেই বেশি শুনতে পাওয়া যায়। প্রবাদ বেশিরভাগ একমুখ থেকে শুনে অপরমুখে প্রচারিত হয়। প্রবাদের উদ্দেশ্য হলো মূলত চরিত্র সমালোচনা।

প্রবাদ অনেক ধরনের হলেও এখানে দুই ধরনের প্রবাদ এর কথা রয়েছে। যথা ১) লৌকিক ২) সাহিত্যিক।

বাংলা প্রবাদ প্রবচন উদাহরণ :-

"চিঁড়ে বল মুড়ি বল ভাতের পারা নাই।

পিসি বল মাসি বল মায়ের পারা নাই।। "১

উপরে উল্লিখিত প্রবাদটি হলো নারী বিষয়ক প্রবাদ। প্রবাদটির মাধ্যমে এটাই বলা হয়েছে যে, চিঁড়ে ও মুড়ির থেকে ভাতের স্থান যেমন সর্বোচ্চে রয়েছে, তেমনই মায়ের স্থান সর্বোচ্চে রয়েছে মাসি ও পিসির থেকে।

কুড়মালী প্রবাদ প্রবচন:-

কুড়মালী সমাজের সাহিত্য হলো কুড়মালী সমাজের আয়না। অভিব্যাক্তি ও সমাজ ব্যবস্থাকে ফুটিয়ে তোলায়

হলো কুড়মালী প্রবাদের বিশেষত্ব। ঝাড়খন্ডের কুড়মীদের প্রধান পেশা কৃষি বা চাষবাস। তাই প্রবাদ গুলি মূলত ভালো ফসলের লক্ষন, ধ্বংসের কারন, উপলক্ষ্য এবং পরিস্থিতি নির্দেশ করে।

কুড়মালী প্রবাদ গুলিকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ধর্মীয় নীতি সম্পর্কিত, কৃষি সম্পর্কিত শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত, সমালোচনা সম্পর্কিত, বর্ন সম্পর্কিত, অর্থ ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত ইত্যাদি।

কুড়মালী প্রবাদ প্রবচন উদাহরণ:-

"জঁদে জঁদে পানিক সঁত,

তঁদে ওঁদে কুডমিক জঁট। "২

উপরে উল্লিখিত প্রবাদটির মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, যেদিকে যেদিকে জলস্রোত সেদিকে সেদিকে কুড়মীর বসবাস।

"করাক ছওয়া গলে।

ধুরাক ছওয়া বলে।। "৩

উপরে উল্লিখিত প্রবাদটিতে বলা হয়েছে, যে বাচ্চাকে মাটিতে খেলতে না দিয়ে কোলে রাখা হয়, তার শক্তিটা কমে যায়।

তথ্যসূত্র:-

১) ভট্টাচার্য শ্রীআশুতোষ বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১ কলেজ স্কোয়ার: কলিকাতা -১২, ১৯৬২, পৃষ্ঠা ৬০৬

২) মাহাত অনাদি নাথ 'কইড়অআর'- কুড়মালী ভাষার উৎস ও বিকাশের ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত), মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি, রামকৃষ্ণপুর, কালুহার, পুরুলিয়া, ২০১৩, পৃষ্ঠা নং-২০

৩) সৌজন্য:- উষারানী মাহাত, বড়কীটাঁড়, পুরুলিয়া, তারিখ- ১১/৯/২০২১

উপসংহার: (Conclusion)

বাংলা লোকসাহিত্য যেমন ঐতিহ্যপূর্ণ, তেমনই কুড়মালী লোকসাহিত্যও। এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে সহজ ও সাবলীল ভাষায় গ্রামের সাধারণ মানুষেরা কথা বলে। এটি হলো খাঁটি বাংলা সাহিত্যের উদাহরণ। সুতরাং গ্রামীন মানুষের হাজার বছরের লালিত এই সকল লোকসাহিত্য যথাযথ পরিচর্যা এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে বাংলার মানুষের মনে বেঁচে থাকবে হাজার বছর অফুরন্ত ঐতিহ্য নিয়ে।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

ক) আকর গ্রন্থ:-

১) সিং ড: এইচ.এন- কুড়মালী লোকসাহিত্য, ঝাড়খন্ড সরকার, কল্যাণ বিভাগ, ঝাড়খন্ড জনজাতীয় কল্যাণ শোধ সংস্থান, রাঁচী ৮, প্রথম সংস্করণ: এপ্রিল ২০১২।

খ) সহায়ক গ্রন্থ :-

১) কেড়ুয়ার ড.এন.সী সারনা ওর কুড়মালী পরব তিহার, শিবাসন পাবলিকেশন, শিব ভবন কমলাকান্ত রোড, রাতু রোড, রাঁচী, প্রথম সংস্করণ ২০২০

২) করণ ডঃসুধীর কুমার- সীমান্ত বাংলার লোকযান, করুনা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন কলকাতা - ৭০০০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৪০২

৩) চক্রবর্তী বরুণ কুমার- বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ- নভেম্বর ১৯৭৭

৪) বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ- পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা ৭০০০৪০, প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর ১৯৮২

৫) ভট্টাচার্য ড: শ্রীআশুতোষ- বাংলার লোকসাহিত্য (১ম-৪র্থ খন্ড) ক্যালকাটা বুক হাউস,

১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬২

৬) মজুমদার মানস- 'লোক ঐতিহ্য-চর্চা, দেজ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- নভেম্বর ২০১০

৭) মুখোপাধ্যায় গৌতম- পুরুলিয়া চর্চা ১, আর্ট কালেকশন, পুরুলিয়া, প্রথম সংস্করণ-মার্চ ২০১৫

৮) মাহাত সৃষ্টিধর- 'কুড়মালী নেগ-নীতি-নেগাচার', মানভূম দলিত সাহিত্য প্রকাশনী পুরুলিয়া বিবেকানন্দ পল্লী, পেরিয়ার লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১

৯) মাহাত 'কইড়অআর' অনাদিনাখ- কুড়মালী ভাষার উৎস ও বিকাশের ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত), মুলকি কুড়মালি ভাথি বাইসি, সারনা প্রিন্টার্স, নর্থলেক রোড পুরুলিয়া, প্রথম প্রকাশ- ২০ জানুয়ারি, ২০২১

১১) শান্তিকারী অরূপ- মানভূমের লোকসংস্কৃতি-লোকসাহিত্য, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরন দে স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০১৮

১২) সিং ড: গীতা কুমারী- 'কুড়মালী লোকসাহিত্য বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন', ঝারখন্ড ঝরোখা, রাঁচি, প্রথম সংস্করণ- ২০১৪

১৩) সিং ডঃ এইচ. এন- কুড়মালী লোককথায়ে, ঝারখন্ড ঝরোখা, ডী.জী. ০৩, নিউ বিল্ডিং, নিউ মার্কেট, রাতু রোড, রাঁচী, প্রথম সংস্করণ- ২০১৩

গ) পত্রপত্রিকা:-

১) আখ্যান পত্রিকা, ২০১৯